দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ... ...

বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ক্যাডারদের মস্তানি

ছাত্রদলের নেতা-কর্মীদের আনন্দ ও ঘুম কেড়ে নিয়েছে বহিরাগতরা

বশীর আহমাদ ঃ বিএনপি নেতৃত্বাধীন চারদলীয় জোট সরকার যাত্রা শুরু করেছে গতকাল বৃহস্পতিবার। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ইতোমধ্যেই ছাত্রদল তাদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছে। গত সরকারের আমলে হলগুলোতে থাকতে পারেনি ছাত্রদলের অনেক নেতা-কর্মী। আজ তারা ফিরে এসেছে সবাই। স্বাভাবিকভাবেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে আনন্দ আর উৎসবের ধারা বয়ে যাওয়ার কথা। অন্তত নতুন সরকারের যাত্রার প্রথম দিনটিতে; কিন্তু বাস্তবে তা ঘটেনি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদলের সাধারণ ও ত্যাগী নেতা-কর্মীরা হয়ে পড়েছে হতাশ। দলীয় সরকার ক্ষমতায় বসেছে, তারপরও ছাত্রদলের নেতা-কর্মীদের চোখেমুখে হতাশার ছোঁয়া। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হলগুলোসহ অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বহিরাগত অস্ত্রধারী সন্ত্রাসীরা জেঁকে বসেছে। ছাত্রদলের সাধারণ নেতা-কর্মীরা এখন বড়ই অসহায় এই বহিরাগত সন্ত্রাসীদের সামনে। তাই গতকাল জোট সরকারের প্রথম দিনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ছাত্রদলের নেতা-কর্মীরা মিছিল করেছে ঠিকই; কিন্তু আনন্দ বা উল্লাস করতে দেখা যায়নি কাউকে। বহিরাগতরা ছাত্রদলের নেতা-কর্মীদের আনন্দ আর ঘুম কেড়ে নিয়েছে। অবশ্য ছাত্রদলেরই একজন শীর্ষনেতা এই বহিরাগতদের ক্যাম্পাসে পুনর্বাসন করার নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে ছাত্রদলের একজন নেতা ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, ফেনসিডিলখোর বহিরাগতদের সাথে না থেকে ক্যাম্পাস থেকে চলে যাওয়াই উত্তম। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে এখন সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের দিন-রাত কাটছে ভয় ও আতঙ্কের মধ্যে। শেষ বর্ষের ছাত্র কাজী আলীম-উজ-জামান বলেন, হলে এখন ঠিকমতো হাঁটতেও পারি না। অচেনা সব মুখ। তাদের কাছে অস্ত্র। এ অবস্থা চলতে থাকলে আমাদের পক্ষে বেশিদিন হলে থাকা সম্ভব হবে না।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশেই রয়েছে ইডেন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ। সেখানে সাংসদ নাসিরউদ্দীন পিন্টুর বাহিনীর সহায়তায় ছাত্রদলের সাবেক নেত্রী হেলেন জেরিন কায়েম করেছে ত্রাসের রাজত্ব। বের করে দিয়েছে ছাত্রলীগ নেতা-কর্মীসহ অনেক সাধারণ ছাত্রীকে।

গতকাল আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে এসব অভিযোগ করেছে ইডেন কলেজের ছাত্রলীগ নেতৃবৃন্দ। হেলেন জেরিন এবং সাইমুন গতকাল বৃহস্পতিবার বহিরাগতদের সঙ্গে নিয়ে ইডেন কলেজ ক্যাম্পাসে রঙ ছিটিয়ে উল্লাস করেছে। ছাত্রলীগের মিছিল করেছে এমন সাধারণ ছাত্রীদেরও ক্যাম্পাসে প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

হারুন এবং মন্টু গ্রুপ মুখোমুখি অবস্থায় রয়েছে। তিন গ্রুপই চাইছে ক্যাম্পাসে একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করতে। দলীয় সরকারের যাত্রা শুরু হয়েছে গতকাল। এ নিয়ে তাদের কোন মাথাব্যথা নেই। প্রত্যেক গ্রুপেরই চেষ্টা এখন একটা। যেভাবেই হোক কলেজের নিয়ন্ত্রণ নিজের দখলে রাখা। আর তাহলেই কেবল সম্ভব নিউমার্কেট, গাউছিয়া মার্কেটসহ পার্শ্ববর্তী এলাকায় কর্তৃত্ব ও চাঁদাবাজি বজায় রাখা।

ঢাকা জগন্নাথ কলেজেও এখন ছাত্রদলের ক্যাডারদের পাশাপাশি বহিরাগতরা অবস্থান নিয়েছে। সেখানকার বহিরাগতরা শাখারীবাজার এবং তাঁতীবাজার এলাকায় চাঁদাবাজি করার চেষ্টা চালাচ্ছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ, সলিমুল্লাহ মেডিক্যাল কলেজ এবং প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে থমথমে পরিস্থিতি বিরাজ করছে।

এছাড়া কবি নজরুল কলেজ, তেজগাঁও কলেজ, সিটি কলেজ, বাংলা কলেজ, কৃষি কলেজ, পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজসহ অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এখন ছাত্রদলের নিয়ন্ত্রণে। প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই ছাত্রদলের দুই থেকে তিনটি গ্রুপ মুখোমুখি অবস্থানে রয়েছে। ছাত্রদলের বিভিন্ন গ্রুপের মধ্যে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে যেকোন মুহূর্তে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হতে পারে।